بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ মার্চ, ২০২০ মোতাবেক ১৩ আমান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

আজ যে বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)। হযরত তালহা (রা.) বনু তায়েম বিন মুর্‌রাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল, উবায়দুল্লাহ্ বিন উসমান আর মায়ের নাম ছিল সা'বাহ্, যিনি আব্দুল্লাহ্ বিন ইমাদ হাযরামীর কন্যা এবং হযরত আলা বিন হাযরামীর বোন ছিলেন। হযরত তালহা (রা.)'র ডাকনাম ছিল আবু মুহাম্মদ। হযরত আলা বিন হাযরামীর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন ইমাদ হাযরামী। হযরত আলা **হাযার মওতের** অধিবাসী ছিলেন এবং হার্ব বিন উমায়্যার মিত্র ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি আমৃত্যু বাহরাইনের শাসক ছিলেন। তিনি ১৪ হিজরী সনে হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। তার এক ভাই আমের বিন হাযরামী বদরের যুদ্ধে কাফির অবস্থায় নিহত হয় এবং অপর ভাই আমর বিন হাযরামী মুশরিকদের মাঝে প্রথম ব্যক্তি ছিল যাকে কোন মুসলমান হত্যা করেছিল আর সর্বপ্রথম তার সম্পদই মালে গণিমত বা **'খুমুস'** হিসেবে ইসলামের হস্তগত হয়। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬০, ওয়া মিন বনী তায়েম বিন মুর্‌রাহ্ তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, (উসদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭১, আল্ আলা বিন হাযরামী, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৮ সালে প্রকাশিত)**

হযরত তালহা (রা.)'র বংশ সপ্তম পুরুষে মুর্‌রাহ্ বিন কা'বের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হয়। আর চতুর্থ পুরুষে হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে মিলিত হয়। তার পিতা উবায়দুল্লাহ্ ইসলামের যুগ পান নি, কিন্তু মা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে মহিলা সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেন। হিজরতের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। **(গোলাম বারী সাইফ সাহেব প্রণীত রওশন সেতারে পুস্তক, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৮)**

হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে গণিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে অংশ প্রদান করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে তার অংশগ্রহণ না করার যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তাহল, মহানবী (সা.) সিরিয়া থেকে কুরাইশ-কাফেলার যাত্রা করার বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তিনি (সা.) নিজের রওয়ানা হওয়ার দশ দিন পূর্বে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-কে কাফেলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। উভয়ে রওয়ানা হয়ে **'হওরা'** নামক স্থানে পৌঁছে সেখানে অপেক্ষমান থাকেন যতক্ষণ না নিকটতম স্থান দিয়ে কাফেলা অতিক্রম করে। 'হওরা' লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি যাত্রা বিরতিস্থল,

যখান দিয়ে হিজায ও সিরিয়ায় যাতায়াতকারী কাফেলাগুলো গমন করত। যাহোক, হযরত তালহা ও হযরত সাঈদ (রা.)'র ফিরে আসার পূর্বেই মহানবী (সা.) এই সংবাদ পেয়ে যান। তিনি (সা.) নিজ সাহাবীদের ডেকে কুরাইশদের কাফেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু, কাফেলা ভিন্ন এক পথ অর্থাৎ উপকূলীয় পথে দ্রুত সটকে পড়ে। পূর্বেও একস্থানে এর উল্লেখ হয়েছে। আর কাফেলার লোকেরা সন্ধানীদের দৃষ্টি এড়ানোর চেষ্টায় দিন-রাত সফর করতে থাকে, এটি মক্কার কাফিরদের কাফেলা ছিল। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) মহানবী (সা.)-কে উক্ত কাফেলা সম্পর্কে অবগত করার জন্য মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বদরের যুদ্ধের জন্য মহানবী (সা.)-এর যাত্রা করার বিষয়ে এই দু'জনের জানা ছিল না। তারা মদীনায় সেদিন পৌঁছেন যেদিন মহানবী (সা.) কুরাইশ বাহিনীর সাথে বদরের প্রান্তরে যুদ্ধ করেছেন। তারা উভয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হওয়ার জন্য মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং মহানবী (সা.)-এর বদর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে **'তুরবান'** নামক স্থানে তাঁর সাথে মিলিত হন। **'তুরবান'** মদীনা থেকে উনিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা, যেখানে মিষ্টি পানির অনেক কূপ রয়েছে।

বদরের যুদ্ধে যাওয়ার পথে মহানবী (সা.) এখানে অবস্থান করেছিলেন। হযরত তালহা ও হযরত সাঈদ (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.) তাদেরকে বদরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে অংশ প্রদান করেন। অতএব, তাদের দু'জনকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬২, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কুরাইশী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, (আস্ সীরাতুন্ নবুবীয়্যাহ্ ফী যুয়েল্ কুরআনে ওয়াস্ সুন্নাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ১২৩, দামেস্ক এর দারুল কলম থেকে প্রকাশিত), (সৈয়দ ফযলুর রহমান রচিত ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ৭৫, করাচীর যওয়ার একাডেমী পাবলিকেশন্স থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

হযরত তালহা (রা.) উহুদের যুদ্ধ সহ অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই দশজনের একজন যাদেরকে মহানবী (সা.) তাদের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন অধিকন্তু সেই আট ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেই পাঁচজনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা হযরত আবু বকর (রা.)'র মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত উমর (রা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শূরা কমিটির ছয় সদস্যের একজন ছিলেন। তারা এমন মানুষ ছিলেন যাদের প্রতি মহানবী (সা.) মৃত্যুর সময় সন্তুষ্ট ছিলেন। {আল্ ইসতিয়াব ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৭, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত}, {আল্ ইসাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩০, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}

ইয়াযীদ বিন রোমান বর্ণনা করেন, একবার হযরত উসমান (রা.) ও হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) উভয়ে হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)'র পিছু পিছু মহানবী (সা.)-এর সমীপে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন মহানবী (সা.) তাদের উভয়ের সামনে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরেন এবং তাদের দু'জনকে কুরআন পড়ে শোনান, অধিকন্তু তাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন দাবি সম্পর্কে অবগত করেন এবং এ দু'জনকে সেই সম্মান ও মর্যাদার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ হবে। এর ফলে তারা উভয়ে অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) ও হযরত তালহা (রা.) ঈমান আনয়ন করেন এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যায়ন করেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অতি সম্প্রতি আমি সিরিয়া থেকে ফিরে এসেছি। ফেরার পথে যখন 'মাআন' পৌঁছি ('মাআন'একটি জায়গার নাম যা মুতার পূর্বে অবস্থিত, মুতার যুদ্ধের সময় এখানে পৌঁছে মুসলমানরা জানতে পারে, রোমানদের দু'লক্ষ সৈন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তখন সাহাবীরা এখানে দু'দিন অবস্থান করেন। আর 'যারকা'ও আরেকটি জায়গা যা 'মাআন' এর পাশেই অবস্থিত) যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, ফিরতি পথে আমি যখন 'মাআন' ও 'যারকা'র মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছি, সেখানে আমরা যাত্রা বিরতি দেই। আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় এক ঘোষক ঘোষণা করে, হে ঘুমন্তরা! জাগ্রত হও, কেননা আহমদ মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর আমরা আপনার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০, উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত}, (সৈয়দ ফযলুর রহমান রচিত ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ২৭৯, করাচীর যওয়ার একাডেমী পাবলিকেশন্স থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত), (মু'জিমুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৩, আল যারকা আল্ মাকতাবাতাল আসারিয়াহ্, বৈরুত থেকে ২০১৪ সালে প্রকাশিত)

হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি 'বুসরা'র বাজারে উপস্থিত ছিলাম, {'বুসরা' সিরিয়ার অনেক বড় একটি শহর, মহানবী (সা.) তাঁর চাচার সাথে বাণিজ্য সফরের সময় এই শহরে অবস্থান করেছিলেন} এমন সময় এক ইহুদী যাজক তাদের 'সওমাআহ্' অর্থাৎ ইহুদীদের উপাসনালয়ে একথা বলছিল, কাফেলার লোকদের জিজ্ঞেস কর, তাদের মাঝে কোন হেরেমবাসী বা মক্কাবাসী আছে কিনা? একথা শুনে আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি আছি। তখন সে জিজ্ঞেস করে, **আহমদ আবির্ভূত হয়েছে কি?** হযরত তালহা (রা.) বলেন, কোন আহমদ? তখন সে বলে, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। **এটিই সেই মাস যে মাসে তিনি আবির্ভূত হবেন আর তিনি শেষ নবী হবেন**, তাঁর আবির্ভাবের স্থান হল, হেরেম বা মক্কা এবং তাঁর হিজরতের স্থান হবে খেজুরের বাগান বিশিষ্ট এবং পাথুরে, নোনা ও অনুর্বর ভূমি অভিমুখে, তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করো না। হযরত তালহা (রা.) বলেন, সে যা কিছু বলেছে তা আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। আমি দ্রুত রওয়ানা হয়ে মক্কায় চলে আসি। এসে জিজ্ঞেস করি, নতুন কোন ঘটনা ঘটেছে কি? লোকজন বলে,

হ্যাঁ! মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ আমীন {মক্কাবাসীরা তাঁকে (সা.) আমীন বলে ডাকত} নবুওয়তের দাবি করেছে আর ইবনে আবি কাহাফা {এটি হযরত আবু বকর (রা.)'র ডাক নাম ছিল} তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, আমি রওয়ানা হই এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট আসি এবং জিজ্ঞেস করি, আপনি কি এই ভদ্রলোকের অনুসারী হয়েছেন? তিনি (রা.) বলেন, হ্যাঁ! তুমিও তাঁর কাছে চল এবং তাঁর অনুসরণ কর, কেননা তিনি সত্যের প্রতি আহ্বান করেন। হযরত তালহা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেই যাজকের সংলাপ শোনান। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তালহা (রা.)-কে সাথে নিয়ে বের হন এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে তাকে উপস্থিত করেন। হযরত তালহা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইহুদী যাজক যা বলেছিল সে সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন। (এতে) রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬১, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

একটি ইতিহাস-গ্রন্থ তাবাকাতুল কুবরাতে এর উল্লেখ রয়েছে। হযরত তালহা (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নওফেল বিন খুয়ায়লাদ বিন আদভিয়াহ্ তাকে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে একটি রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। এ কারণেই তাঁকে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে কারীনাইন তথা দুই সাথীও বলা হতো। নওফেল কুরাইশদের মাঝে স্বীয় কঠোরতার জন্য পরিচিত ছিল। তাদেরকে যারা বেঁধেছিল তাদের মাঝে তার ভাই অর্থাৎ হযরত তালহা (রা.)'র ভাই উসমান বিন উবায়দুল্লাহ্ও ছিল। তাদেরকে এ জন্য বাঁধা হয়েছিল যাতে তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে যেতে না পারেন এবং ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেন। ইমাম বায়হাকী লিখেছেন, মহানবী (সা.) দোয়া করেন, **'হে আল্লাহ! আদভিয়ার অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা কর।'** **(গোলাম বারী সাইফ সাহেব প্রণীত রওশন সেতারে পুস্তক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৯-১৩০)**

হযরত মাসঊদ বিন খিরাশ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদিন সাফা ও মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করছিলাম, হঠাৎ দেখলাম অনেক লোক এক যুবকের পিছু নিয়েছে, যার হাত তার গ্রীবার সাথে বাঁধা ছিল। আমি জানতে চাই, তিনি কে? লোকেরা উত্তরে বলল, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) বিধর্মী হয়ে গেছে আর তার মা সা'বাহ্ (ক্রোধবশত) গালমন্দ করতে করতে তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল। **{আত্ তারীখুস্ সগীর লি-ইমাম বুখারী (রাহে.) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩. বৈরুতের দারুল্ মা'আরেফাহ্ থেকে প্রকাশিত}**

আব্দুল্লাহ বিন সা'দ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করার সময় **খার্‌রার** নামক স্থান থেকে যাত্রা করেন, (এটিও একটি উপত্যকা যা হিজাযের নিকটে অবস্থিত এবং এটিও বলা হয়, এটি মদীনার উপত্যকাগুলোর মাঝে একটি উপত্যকা। যাহোক,) তখন প্রভাতে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ হয় যিনি সিরিয়া থেকে কাফেলার সাথে এসেছিলেন। তিনি মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে সিরিয়ার পোশাক পরিধান করান এবং মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দেন, মদীনাবাসীরা দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করছে। মহানবী (সা.) চলার গতি বাড়িয়ে দেন এবং হযরত তালহা (রা.) মক্কায় চলে যান। (এরপর) তিনি নিজের কাজ সমাপ্ত করার পর হযরত আবু বকর (রা.)'র পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬১, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, (মু'জিমুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০০, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.) মক্কায় যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মহানবী (সা.) হিজরতের পূর্বে তাদের উভয়ের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। মুসলমানরা হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পর মহানবী (সা.) হযরত তালহা এবং হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন।

অপর এক উক্তি অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত তালহা এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন এবং তৃতীয় আরেকটি ভাষ্য হল, হযরত তালহা এবং হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)'র মাঝে তিনি (সা.) ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হযরত তালহা (রা.) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন তিনি হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। **{উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {আত্ তাবাকাতুল**

কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬২, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কুরাইশী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}

হযরত তালহা (রা.)'র কতক আর্থিক কুরবানীর কারণে মহানবী (সা.) তাকে 'ফাইয়ায' আখ্যা দিয়েছিলেন অর্থাৎ অনেক দানশীল। যেমন যি-কার্‌দ এর যুদ্ধাভিযানকালে মহানবী (সা.) একটি ঝর্ণার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন মহানবী (সা.) উক্ত ঝর্ণার বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁকে (সা.) বলা হয়, সেই কূপের নাম **বেসান** এবং এর পানি লবণাক্ত। তিনি (সা.) বলেন, না বরং এর নাম **নু'মান** এবং এর পানি সুমিষ্ট ও বিশুদ্ধ। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) সেই কূপ ক্রয় করে তা উৎসর্গ করে দেন। (এরপর) সেই কূপের পানি সুমিষ্ট হয়ে যায়। হযরত তালহা (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং এই ঘটনা বর্ণনা করেন তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে তালহা! **তুমি তো বড়ই 'ফাইয়ায'** (অর্থাৎ অনেক দানশীল)। এরপর থেকে তাকে **তালহা ফাইয়ায** নামে ডাকা হতে থাকে।

মূসা বিন তালহা নিজ পিতা তালহা (রা.)'র বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদের দিন হযরত তালহা (রা.)'র নাম রেখেছিলেন **'তালহাতুল খায়ের'**। তাবূকের যুদ্ধাভিযান এবং **যি-কার্‌দ** এর যুদ্ধাভিযানে **'তালহাতুল ফাইয়ায'** নাম রেখেছিলেন আর হুনায়নের যুদ্ধাভিযানের দিন **'তালহাতুল জুদ'** রেখেছিলেন যার অর্থও **'ফাইয়ায'** তথা বিরাট দানশীল। {আস্ সীরাতুল হালবিয়াহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৮, বাব ইউযকারু ফীহে সিফাতুহু (সা.) আল্ বাতেনাহ্ ..., বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৫, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কুরাইশী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত}

সায়েব বিন ইয়াযীদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি সফরে এবং অন্য সময়েও হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র সাথে ছিলাম কিন্তু সাধারণভাবে অর্থ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে হযরত তালহা (রা.)'র চেয়ে অধিক উদার কোন ব্যক্তি আমার চোখে পড়ে নি। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৭, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}

উহুদের (যুদ্ধের) দিন মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি দলের কাছ থেকে জীবন বাজি রাখার শর্তে বয়আত নেন, যখন কিনা মুসলমানরা বাহ্যত কিছুটা পিছপা হয়ে গিয়েছিল। তখন তারা দৃঢ়তার পরিচয় দেন এবং নিজেদের জীবন বাজি রেখে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন, এমনকি তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন শহীদ হয়ে যান। বয়াতকারীদের মধ্যে ছিলেন- হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত সা'দ (রা.), হযরত সাহ্ল বিন হুনায়েফ (রা.) এবং হযরত আবু দজানাহ্ (রা.)। {আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩১, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত}

হযরত তালহা (রা.) উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাদের একজন ছিলেন যারা সেদিন মহানবী (সা.)-এর সাথে অবিচল ছিলেন এবং তাঁর (সা.) হাতে মৃত্যুর শর্তে বয়আত করেছিলেন। মালেক বিন যুহায়ের মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করলে হযরত তালহা (রা.) নিজের হাত দিয়ে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা সুরক্ষিত রাখেন। তির তার কনিষ্ঠাতে বিদ্ধ হলে সেটি অকেজো হয়ে যায়। প্রথম তিরটি যখন বিদ্ধ হয় তখন ব্যথায় তিনি **'উহ্'** শব্দ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, তিনি যদি বিসমিল্লাহ্ বলতেন তাহলে এমনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করতেন যে, মানুষ তার প্রতি তাকিয়ে থাকত। যাহোক, ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে, উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত তালহা (রা.)'র মাথায় এক মুশরিক দু'বার আঘাত করে। প্রথমবার যখন তিনি তার দিকে যাচ্ছিলেন এবং দ্বিতীয়বার যখন তিনি দিক পরিবর্তন করছিলেন তখন। এর ফলে প্রচুর রক্তক্ষণও হয়। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৩, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কুরাইশী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}

এই ঘটনার বিশদ বিবরণ সীরাতুল হালবিয়ায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে, কায়েস বিন আবু হাযেম বলেন, আমি উহুদের (যুদ্ধের) দিন হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র হাতের অবস্থা দেখেছিলাম যা মহানবী (সা.)-কে তির থেকে বাঁচাতে গিয়ে বিকল হয়ে গিয়েছিল। একটি ভাষ্য মতে তাতে (অথাৎ হাতে) বর্শার আঘাত লেগেছিল এবং এর ফলে এত রক্তক্ষরণ হয় যে, তিনি দুর্বলতার কারণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার মুখে পানির ছিটা দেন যতক্ষণ না তার সংজ্ঞা ফিরে আসে। সংজ্ঞা ফেরা মাত্রই

তিনি প্রশ্ন করেন, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বলেন, তিনি (সা.) ভালো আছেন আর তিনি-ই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। হযরত তালহা (রা.) বলেন, **"আলহামদুলিল্লাহ্- কুল্লু মুসীবাতিন বা'দাহু জালাল"** অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার! তিনি (সা.) যদি নিরাপদ থাকেন তাহলে সকল বিপদই তুচ্ছ। **{আস্ সীরাতুল হালবিয়াহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৪, গযওয়ায়ে উহুদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

এই যুদ্ধেরই একটি ঘটনার বিবরণ ইতিহাসে এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, 'মহানবী (সা.) উহুদের দিন দু'টি বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি (সা.) পাহাড়ে আরোহণের চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু (লৌহ) বর্মের ভারে এবং মাথা ও মুখমণ্ডলের আঘাত থেকে রক্তপাতের কারণে {তিনি (সা.) আহত হয়েছিলেন, এটি তার পরের ঘটনা) তিনি (সা.) দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, পাথরের ওপর উঠতে পারছিলেন না। তিনি (সা.) হযরত তালহা (রা.)-কে নিচে বসান এবং তার ওপরে পা রেখে পাহাড়ের ওপর আরোহণ করেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি, **তালহা নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে**। **{উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কুরাইশী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত}, {আস্ সীরাতুল হালবিয়াহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২১, গযওয়ায়ে উহুদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

আরেকটি বিবরণ এভাবে এসেছে, হযরত তালহা (রা.)'র একটি পা কিছুটা খোঁড়া ছিল, যে কারণে তিনি সঠিকভাবে হাঁটতে পারতেন না। তিনি যখন মহানবী (সা.)-কে ওঠান, তখন অনেক চেষ্টা করে নিজের ভারসাম্য ও নিজের পা ঠিক রাখছিলেন, যেন তার খোঁড়া হওয়ার কারণে মহানবী (সা.)-এর কোন কষ্ট না হয়। **এরপর তার খোঁড়াভাব চিরতরে দূর হয়ে যায়**। **{আস্ সীরাতুল হালবিয়াহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২২, গযওয়ায়ে উহুদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

হযরত তালহা (রা.)-এর কন্যা ছিলেন আয়েশা ও উম্মে ইসহাক, তারা উভয়ে বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে আমাদের পিতার চব্বিশটি আঘাত লাগে, যার মধ্যে একটি চৌকোণ বিশিষ্ট আঘাত মাথায় ছিল এবং পায়ের রগ কেটে গিয়েছিল, আঙুল বিকল হয়ে গিয়েছিল এবং বাকি আঘাতগুলো ছিল শরীরের (বিভিন্ন স্থানে)। তিনি অচেতন ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সামনের দুটি দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর (সা.) পবিত্র চেহারাও ক্ষতবিক্ষত ছিল। তিনি (সা.)-ও অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। হযরত তালহা (রা.) তাঁকে (সা.) নিজের পিঠে তুলে এমনভাবে উল্টো পায়ে পিছু হটেন যাতে কোন মুশরিক এগিয়ে আসলে তিনি তার সাথে যুদ্ধ করতে পারেন। আর এভাবে তিনি তাঁকে (সা.) উপত্যকায় নিয়ে যান এবং হেলান দিয়ে বসিয়ে দেন। এটি তাবাকাতুল কুবরা'র উদ্ধৃতি। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কুরাইশী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

উহুদের যুদ্ধের দিন যখন খালিদ বিন ওয়ালীদ মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমন করে এবং মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে এর যে বিশদ চিত্রাঙ্কন করেছেন, এটি আসলে বিগত ঘটনাবলীরাই বিস্তারিত বিবরণ, যা হযরত তালহা (রা.)'র অবিচলতা ও আত্মত্যাগের মানের এক বিস্ময়কর দৃশ্য উপস্থাপন করে। পূর্বে আমরা যা দেখেছি এবং শুনেছি– তা থেকেই এই মান দৃষ্টিগোচর হয়। যাহোক, তিনি (রা.) যা বর্ণনা করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ কিছুটা এরূপ। তিনি বলেন,

"কয়েকজন সাহাবী ছুটে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর চারপাশে সমবেত হন, যাদের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ ত্রিশজন। কাফিররা সেই জায়গায় প্রচণ্ড আক্রমণ হানে যেখানে মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে ছিলেন। একের পর এক সাহাবী তাঁর (সা.) সুরক্ষায় নিহত হচ্ছিলেন। তরবারিধারীদের পাশাপাশি তিরন্দাজরা উঁচু টিলার ওপর থেকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি অজস্র তির বর্ষণ করছিল।" (শত্রুদেরকে তখন মুষলধারে তির বর্ষণ করতে দেখে) "তখন তালহা (রা.), যিনি কুরাইশদের একজন ছিলেন এবং মক্কার মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটি দেখে যে, শত্রুরা সমস্ত তির মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা লক্ষ্য করে ছুঁড়ছে; নিজের হাত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার সামনে বাড়িয়ে দেন। একের পর এক তির, যা লক্ষভেদ করত তা হযরত তালহা

(রা.)'র হাতে বিদ্ধ হতো, কিন্তু পরম বীর ও বিশ্বস্ত এই সাহাবী নিজের হাতকে বিন্দুমাত্রও নড়াতেন না। এভাবে তির বিদ্ধ হতে থাকে আর হযরত তালহা (রা.)'র হাতটি গুরুতর আহত হওয়ার কারণে পুরোপুরি অকেজো হয়ে যায় এবং কেবল একটি হাতই অবশিষ্ট রয়ে যায়। বহু বছর পর ইসলামের চতুর্থ খিলাফতের যুগে যখন মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হয় তখন কোন শত্রু তিরস্কারের ছলে হযরত তালহা (রা.)-কে 'নুলো' বলে। তখন আরেকজন সাহাবী বলেন, 'নুলো'তো বটেই; কিন্তু কতই না কল্যাণমণ্ডিত সেই 'নুলো'! তুমি কি জান তালহা (রা.)'র এই হাত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার নিরাপত্তা বিধানে বিকলাঙ্গ হয়েছিল? উহুদের যুদ্ধের পর কেউ একজন তালহা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে, যখন তির আপনার হাতে বিদ্ধ হতো তখন কি আপনার ব্যথা লাগতো না আর আপনার মুখ থেকে কি উফ্ শব্দ বের হতো না? তালহা (রা.) উত্তরে বলেন, ব্যথাও হতো এবং উফ্ শব্দও বের হওয়ার উপক্রম হতো, কিন্তু আমি উফ্ করতাম না, পাছে এমন যেন না হয় যে, উফ্ শব্দ করার সময় আমার হাত নড়ে যায় আর তির মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারায় বিদ্ধ হয়।" (দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২৫০)

হামরাউল আসাদ এর যুদ্ধে পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার প্রাক্কালে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র সাক্ষাৎ হয়। তিনি (সা.) তাকে বলেন, তালহা! তোমার অস্ত্র কোথায়? হযরত তালহা (রা.) নিবেদন করেন, নিকটেই রয়েছে; একথা বলে তিনি দ্রুত গিয়ে নিজের অস্ত্র নিয়ে আসেন। অথচ সে সময় তালহা (রা.)'র বুকেই কেবল উহুদের যুদ্ধের নয়টি ক্ষত ছিল। তার শরীরে সব মিলিয়ে সত্তরটির অধিক আঘাত ছিল। হযরত তালহা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার আঘাতের চেয়ে মহানবী (সা.)-এর আঘাতের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত ছিলাম। মহানবী (সা.) আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, তুমি শত্রুকে কোথায় দেখেছিলে? আমি নিবেদন করি, নিম্নাঞ্চলে। তিনি (সা.) বলেন, আমারও এটিই ধারণা। কুরাইশদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, তারা ভবিষ্যতে কখনো আমাদের সাথে এ ধরনের আচরণ করার সুযোগ পাবে না, এমনকি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হাতে মক্কাকে বিজিত করবেন। {আস্ সীরাতুল হালবিয়াহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫০-৩৫১, গযওয়ায়ে উহুদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}

তাবূকের যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (সা.) সংবাদ পান, কতিপয় মুনাফিক সুয়ায়লাম ইহুদীর বাড়িতে সমবেত হচ্ছে, আর তার বাড়িটি ছিল **জাসূম** নামক স্থানের নিকটে। জাসূমকে **বি'রে জাসিম**ও বলা হয়। এটি সিরিয়ার পথে **রা'তেজ** এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আবু হায়সাম বিন তাইয়্যেহান এর কূপ ছিল আর এর পানি খুবই উত্তম ছিল। মহানবী (সা.)ও এর পানি পান করেছিলেন। যাহোক, তারা তার বাড়িতে জড়ো হচ্ছিল আর সে মুনাফিকদেরকে তাবূকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যেতে বাধা দিচ্ছিল। মহানবী (সা.) হযরত তালহা (রা.)-কে কয়েকজন সাহাবীর সাথে তার কাছে প্রেরণ করেন এবং আদেশ দেন যেন সুয়ায়লামের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। হযরত তালহা (রা.) তা-ই করেন। যাহ্হাক বিন খলীফা ঘরের পেছন দিক দিয়ে পালাতে গেলে তার পা ভেঙে যায় আর তার বাকি সাঙ্গপাঙ্গরা পালিয়ে যায়। (আস্ সীরাতুন্ নবুবীয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১৭, গযওয়াহ্ তাবূক, তাহরীক বায়তি সুলায়েম শিরকাতু, মিশরের মুস্তফা আল্ বাবী আল্ হালাবী ওয়া আওলাদ প্রকাশনা থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত), (সৈয়দ ফযলুর রহমান রচিত ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ৮৪, করাচীর যওয়ার একাডেমী পাবলিকেশন্স থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমার উভয় কান মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছে, তালহা ও যুবায়ের জান্নাতে আমার দুই প্রতিবেশী হবে। {উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কুরাইশী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}

তাবূকের যুদ্ধে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত কা'ব বিন মা'লেক (রা.)। তাকে বয়কট করা হয়। চল্লিশ দিন পর যখন আল্লাহ্ তা'লা তার তওবা গ্রহণ করেন এবং ক্ষমার ঘোষণা করা হয় আর তিনি (রা.) মসজিদে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন তখন হযরত তালহা (রা.) সামনে এগিয়ে হযরত কা'ব (রা.)'র সাথে করমর্দন করেন ও তাকে অভিনন্দন জানান। হযরত তালহা (রা.) ছাড়া বৈঠক থেকে আর কেউ উঠে নি। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আমি হযরত তালহা (রা.)'র এই অনুগ্রহ কখনোই ভুলতে পারব না। (গোলাম বারী সাইফ সাহেব প্রণীত রওশন সেতারে পুস্তক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৫)

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নয়জন মানুষ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তারা জান্নাতী আর আমি যদি দশম ব্যক্তি সম্পর্কেও এ সাক্ষ্যই প্রদান করি তাহলে আমি অপরাধী হব না। বলা হল, এটি কীভাবে সম্ভব? তিনি (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে হেরা পাহাড়ে ছিলাম; তখন তা কাঁপতে আরম্ভ করে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে হেরা (পাহাড়)! স্থির থাক, নিশ্চয় তোমার ওপরে একজন নবী বা সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া অন্য কেউ নেই। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কারা? হযরত সাঈদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.), আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.), তালহা (রা.), যুবায়ের (রা.), সা'দ (রা.) এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.); এই নয়জন। জিজ্ঞেস করা হয়, দশম ব্যক্তি কে? তিনি খানিকক্ষণ নীরব থাকেন; অতঃপর তিনি অর্থাৎ হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি হলাম আমি। **(সুনান তিরমিযী, আবওয়াব আল্ মানাকেব, বাব মানাকেব, আবীল্ আ'ওয়ার ওয়াসমুহ্ সা'দ বিন যায়েদ, হাদীস নং: ৩৭৫৭)**

হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত সা'দ (রা.), হযরত আব্দুর রহমান (রা.) এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)'র মর্যাদা এমন ছিল যে, তারা রণক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে লড়াই করতেন এবং নামাযে তাঁর (সা.)-এর পিছনে দাঁড়াতেন। **{উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৮, সাঈদ বিন যায়েদ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন জীবন্ত শহীদকে দেখার আকাঙ্ক্ষা রাখে সে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-কে দেখে নিক।

হযরত মূসা বিন তালহা (রা.) এবং হযরত ঈসা বিন তালহা (রা.) তাঁদের পিতা হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা বলতেন, এক বেদুঈন মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, مَنْ قَضَى نَحْبَهُ (সূরা আল্ আহযাব: ২৪) অর্থাৎ **'যে তার সংকল্প পূর্ণ করেছে'**– বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? বেদুঈন যখন তাঁর (সা.) কাছে জিজ্ঞেস করে তখন তিনি (সা.) কোন উত্তর দেন নি। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেও তিনি (সা.) উত্তর দেন নি। তৃতীয়বারও তিনি (সা.) উত্তর দেন নি। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত তালহা (রা.) বলেন, আমি মসজিদের দরজা দিয়ে সামনে আসি। আমি তখন সবুজ রঙের পোশাক পরিহিত ছিলাম। যখন মহানবী (সা.) আমাকে অর্থাৎ হযরত তালহা (রা.)-কে দেখেন তখন বলেন, সেই প্রশ্নকারী কোথায় যে জিজ্ঞেস করছিল যে, مَنْ قَضَى نَحْبَهُ বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? সেই বেদুঈন বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত আছি। হযরত তালহা (রা.) বলেন, তিনি (সা.) আমার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, দেখ! এ হল, مَنْ قَضَى نَحْبَهُ -র সত্যয়নস্থল বা সত্যায়নকারী। **{উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৬, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কুরাইশী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত}**

আব্দুর রহমান বিন উসমান (রা.) বলেন, একবার আমরা হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র সাথে ছিলাম। আমরা এহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলাম। কোন একজন আমাদের কাছে উপহার স্বরূপ একটি পাখি নিয়ে আসে। হযরত তালহা (রা.) তখন ঘুমাচ্ছিলেন। আমাদের মধ্য হতে কয়েকজন সেটি খেয়ে ফেলে আর কয়েকজন তা এড়িয়ে চলে। হযরত তালহা (রা.) জাগ্রত হওয়ার পর যারা সেটি (অর্থাৎ পাখি) খেয়েছিল তাদের সাথে সহমত হন এবং বলেন, আমরাও এহরাম বাঁধা অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর উপস্থিতিতে অন্যের শিকার (করা প্রাণী) খেয়েছিলাম। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭, মুসনাদ আবু মুহাম্মদ তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্, হাদীস নং: ১৩৮৩)**

হযরত উমর (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস আসলাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.) হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র গায়ে দু'টি কাপড় দেখেন যা লাল রঙের মাটিতে রাঙানো ছিল, অথচ তিনি এহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে তালহা! এই কাপড় দু'টির এই অবস্থা কেন? অর্থাৎ এগুলো রঙিন কেন? তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমি তো এগুলো মাটি দিয়ে রাঙিয়েছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে সাহাবীদের দল! তোমরা ইমাম বা নেতা। মানুষ তোমাদের অনুকরণ বা অনুসরণ করবে। কোন অজ্ঞ যদি তোমার গায়ে এই কাপড় দু'টি দেখে তাহলে বলবে, তালহা রঙিন পোশাক পরিধান করেন

অথচ তিনি এহরাম বাঁধা অবস্থায় আছেন। আপত্তি করবে, সাদার পরিবর্তে রঙিন কাপড় পড়ে আছে, তা তুমি যে জিনিস দ্বারাই রঙ কর না কেন। অপর একটি বর্ণনায় অতিরিক্ত এই শব্দাবলী রয়েছে, অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) বলেন, এহরামকারীর জন্য সবচেয়ে উত্তম পোশাক হল, সাদা– তাই মানুষকে সন্দেহে নিপতিত করো না।

হযরত হাসান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) তার একখণ্ড জমি হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)'র কাছে সাত লক্ষ দিরহামে বিক্রি করেন। হযরত উসমান (রা.) তাকে এই অর্থ পরিশোধ করেন। হযরত তালহা (রা.) এই অর্থ নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার পর বলেন, যদি কারো কাছে সারারাত এই পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত থাকে তাহলে জানা নেই, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে রাতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কী নির্দেশ অবতীর্ণ হবে, জীবন-মৃত্যুর কোন বিশ্বাস নেই। অতএব হযরত তালহা (রা.) সেই রাতটি এভাবে যাপন করেন, তার দূত সেই সম্পদ বা অর্থ নিয়ে অভাবীদের দেয়ার জন্য মদীনার অলি-গলিতে ঘুরতে থাকে এমনকি যখন সকাল হয় তখন তার কাছে সেই অর্থ থেকে এক দিরহামও আর অবশিষ্ট ছিল না। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৪-১৬৫, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}

ইবনে জরীর বর্ণনা করেন, হযরত তালহা (রা.) হযরত উসমান (রা.)'র সাথে তখন সাক্ষাৎ করেন যখন তিনি মসজিদ থেকে বাইরে বের হচ্ছিলেন। হযরত তালহা (রা.) বলেন, আমার কাছে আপনার পঞ্চাশ হাজার দিরহাম ছিল, আমি সেই অর্থ জোগাড় করেছি, আপনি তা নেওয়ার জন্য কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। অর্থাৎ কোন সময় তিনি নিয়েছিলেন, এখন অর্থের যোগাড় হয়ে গেছে, এখন নিয়ে নিন। তখন হযরত উসমান (রা.) তাকে বলেন, আপনার মহানুভবতার কারণে তা (অর্থাৎ এই অর্থ) আমরা আপনার নামে হেবা করে দিয়েছি। (আল্ বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া, লি-ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম অংশ, পৃঃ ২০৮, ৩৫ হিজরী সন, ফসলুন ফী যিকরে শাইয়িম মিন খুতুবিহ .... বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)

হযরত তালহা (রা.) জামালের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে, কায়েস বিন আবু হাযেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মারওয়ান বিন হাকাম জামালের যুদ্ধের দিন হযরত তালহা (রা.)'র হাঁটুতে তির নিক্ষেপ করলে তার শিরা থেকে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করে। যখন তিনি হাত দিয়ে তা চেপে ধরতেন তখন রক্ত বন্ধ হয়ে যেত আর ছেড়ে দিলে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকতো। হযরত তালহা (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে তাদের তির পৌঁছে নি। অতঃপর বলেন, ক্ষতস্থানটিকে ছেড়ে দাও কেননা এই তির আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন।

হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-কে জামালের যুদ্ধের দিন ১০ জমাদিউস্ সানী ৩৬ হিজরী সনে শহীদ করা হয়েছিল। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৬৪ বছর। এক বর্ণনা অনুযায়ী তখন তার বয়স ছিল ৬২ বছর। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭-১৬৮, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}

সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবায়ের (রা.)'র কুৎসা করছিল। হযরত সা'দ বিন মালেক (রা.) অর্থাৎ হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) তাকে বারণ করেন এবং বলেন, আমার ভাইদের কুৎসা করো না, কিন্তু সে মানে নি। হযরত সা'দ (রা.) উঠেন এবং দু'রাকাত নামায পড়েন। এরপর (তিনি) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! সে যেসব কথা বলছে তা যদি তোমার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে তাহলে আমার চোখের সামনে তার ওপর কোন বিপদ অবতীর্ণ কর এবং তাকে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত কর। এরপর সে বাইরে বের হলে এমন এক উটের মুখোমুখি হয় যা মানুষকে বিদীর্ণ করতে করতে আসছিল। সেই উট এই লোককে একটি পাথুরে জমিতে ধরে ফেলে এবং তাকে নিজের বক্ষ এবং ভূমির মাঝে রেখে পিষে হত্যা করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখেছি, মানুষ হযরত সা'দ (রা.)'র পেছনে এই কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল, হে আবু ইসহাক! আপনাকে অভিনন্দন, আপনার দোয়া গৃহীত হয়েছে। {উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কুরাইশী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত}

আলী বিন যায়েদ নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত তালহা (রা.)-কে স্বপ্নে দেখে- যিনি বলছিলেন, আমার কবর অন্যত্র সরিয়ে দাও, পানি আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। একইভাবে (সে) পুনরায় তাকে স্বপ্নে দেখে। বস্তুত লাগাতার তিন বার দেখার পর সে ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)'র কাছে আসে এবং তার কাছে নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করে। মানুষ গিয়ে তাকে {অর্থাৎ হযরত তালহা (রা.)'র কবর} দেখে যে, তার (কবরের) যে অংশ মাটির সাথে মিশে ছিল তা পানিতে ভিজে সবুজ হয়ে গিয়েছিল। অতএব মানুষ হযরত তালহাকে সেই কবর থেকে বের করে অন্য স্থানে দাফন করে। বর্ণনাকারী বলতেন, আমি যেন এখনও সেই কর্পূর দেখতে পাচ্ছি যা তার উভয় চোখে লাগানো ছিল, তাতে আদৌ কোন পরিবর্তন আসে নি। কেবলমাত্র তার চুলে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল, অর্থাৎ সেগুলো নিজ স্থান থেকে সরে গিয়েছিল। মানুষ হযরত আবু বাকরাহ্ (রা.)'র বাড়ি-ঘরের মধ্য থেকে একটি বাড়ি দশ হাজার দিরহামে ক্রয় করে তাতে হযরত তালহা (রা.)-কে দাফন করেন। **{উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৮, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কুরাইশী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত}**

ইরাকের জমি-জমা থেকে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র চার বা পাঁচ লক্ষ দিনার মূল্যের ফসল হতো। আর 'সারাহ্' এলাকা, যা আরব উপদ্বীপের পশ্চিমে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ী অঞ্চল, এটিকে 'জাবলুস্ সারা'-ও বলা হয়, সেখানে কমপক্ষে দশ হাজার দিনার মূল্যমানের ফসল হতো। তার অন্যান্য জমি থেকেও ফসল আসতো। বনু তায়েম গোত্রের এমন কোন দরিদ্র ব্যক্তি ছিল না যার এবং যার পরিবারের প্রয়োজন তিনি পূর্ণ করেন নি, তাদের বিধবাদের বিবাহ দেন নি, তাদের রিক্তহস্তদের সেবক সরবরাহ করেন নি, অর্থাৎ সেবা করার জন্য রিক্তহস্তদেরও সাহায্য করেন, আর তাদের ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করেন নি, অর্থাৎ তাদের সবার ঋণও পরিশোধ করতেন। অধিকন্তু প্রতি বছর ফসল বিক্রি থেকে যে আয় হতো তা থেকে হযরত আয়েশা (রা.)-কে তিনি দশ হাজার দিরহাম পাঠাতেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৬, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, (সৈয়দ ফযলুর রহমান রচিত ফরহঙ্গে সীরাত, পৃ: ১৪৭, করাচীর যওয়ার একাডেমী পাবলিকেশন্স থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

হযরত মুয়াবিয়াহ্ মূসা বিন তালহাকে জিজ্ঞেস করেন, আবু মুহাম্মদ অর্থাৎ হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) কি পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছেন? তিনি বলেন, বাইশ লক্ষ দিরহাম এবং দু'লক্ষ দিনার। তার পুরো অর্থ আসতো ফসল থেকে যা বিভিন্ন স্থানের জমি থেকে আয় হতো। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৬, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি জামালের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। এর বিশদ বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে প্রদান করব, কেননা তা পৃথক বর্ণনারই দাবি রাখে, যাতে আমাদের মন-মস্তিষ্কে যেসব প্রশ্ন জাগে, সেগুলোর উত্তর লাভ পেতে পারি। তা আগামীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

এখন যেমনটি আমি গত খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম, বর্তমানে করোনা ভাইরাসের যে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে, এর জন্য সতকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখুন। এছাড়া মসজিদে আসার সময়ও সাবধানতার সাথে আসবেন। সামান্য জ্বর ইত্যাদিও যদি থাকে, শারীরিক কোন কষ্ট থাকে তাহলে এমনসব স্থানে যাবেন না যেগুলো জনসাধারণের আনাগোনাস্থল। নিজেও নিরাপদ থাকুন এবং অন্যদেরও নিরাপদ রাখুন। আর দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীবাসীকে বিপদাবলী থেকে রক্ষা করুন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ এপ্রিল, ২০২০, পৃ: ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)